আছেন ... কবির রাহাত। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট। আগামী ২৫-২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ছাত্রলীগের ২৮তম কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তিনি। কারণ চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই তাঁর বয়স ২৯ পেরিয়ে যাবে। আর ২৯ বছরই ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার বয়সসীমা। রাহাত প্রায় এক যুগ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে এখন সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। চারদলীয় জোট আমলে সরকারবিরোধী আন্দোলন, এক-

প্রস্তাব সাবেক ও বর্তমান কয়েক নেতার

মামলায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের
কয়েকজন শিক্ষ
আসামি
হয়েছিল, সেটি
তাঁর নাম ছিল। কিন্তু সময়
সম্মেলন না হওয়ায় বয়সসীমা
ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতা হওয়ার
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বয়সসীমা নির্ধারিত থাকা
সময়মতো সম্মেলন না হ
রাহাতের মতো অনেকেই ছাত্র
নেতৃত্বের দৌড় থেকে
পড়ছেন। তাঁদের মধ্যে
বর্তমান কমিটির নেতা জয়দে
মোস্তাফিজুর রহমান
হাসানুজ্জামান তারেক,

▶▶ পৃষ্ঠা ১

সম্মেলনের অভাবে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুলতানা লিলি প্রমুখ।

ছাত্রলীগের একাধিক সূত্রে জানা যায়, বর্তমান কমিটির সহসভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদের দু-তিনজন ছাড়া প্রায় সবাই বাদ পড়বেন বয়সসীমার জটিলতায়। সাংগঠনিক সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদকেরও একই অবস্থা। শুধু কয়েকজন উপসম্পাদক, সহসম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সদস্য নতুন কমিটির নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় টিকে আছেন। ফলে আসন্ন সম্মেলনে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব বাছাই করতে সংকটে পড়তে হবে নীতিনির্ধারকদের।

ছাত্ররা যাতে ছাত্রলীগকে নেতৃত্ব দিতে পারে সে বিবেচনা থেকে ২০০৬ সালে ছাত্রলীগের তখনকার সাংগঠনিক নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নেতৃত্বের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। উদ্যোগটি তখন সব মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত সংগঠনের কাউন্সিল বা সম্মেলন না হওয়ায় শেখ হাসিনার এ শুভ উদ্যোগ ছাত্রলীগের অনেক নেতার জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ দুই বছর নির্ধারণ করা থাকলেও চার বছরের আগে কাউন্সিল বা নতুন কমিটি হচ্ছে না।

সাংগঠনিক সূত্রে জানা যায়, কাউন্সিল সময়মতো না হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ছাত্রলীগের সাবেক এক সভাপতির নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেট ছাত্রলীগের কমিটি গঠন নিয়ে বড় ধরনের বাণিজ্য করে থাকে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয় কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে। প্রতি সাংগঠনিক জেলা থেকে নির্বাচিত ২৫ জন কাউন্সিলর ভোট দিতে পারেন। কিন্তু বয়সের কারণে তৃণমূল পর্যায়ে পরিচিত নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ছিটকে পড়ায় কাউন্সিলে যাঁরা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হন তাঁরা কাউন্সিলরদের কাছে থাকেন প্রায় অপরিচিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঢাকায় এসে কাউন্সিলররা পরিচিত হন ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীদের নামের সঙ্গে। ফলে ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের তেমন সুযোগ থাকে না কাউন্সিলরদের। বিশেষ সিন্ডিকেটের সদস্যরা কাউন্সিলের আগের রাতে কিংবা কাউন্সিলের দিন সকালে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন প্যানেলে ভোট দিতে হবে তা কাউন্সিলরদের জানানোর ব্যবস্থা করেন সারা দেশে তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে। ছাত্রলীগের গত তিনটি কাউন্সিলে এমনটিই হয়েছে।

এসব নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির নেতাদের। জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সহসভাপতি আলী আশরাফ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বয়সের ফ্রেমে ফেলে ছাত্রলীগকে দুর্বল করা ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। কতিপয় সুবিধাবাদী লোকের স্বার্থ উদ্ধারের মাকড়সার জাল হলো এ বয়সের ফ্রেম। এর মধ্য দিয়ে অযোগ্য, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আনা হচ্ছে।'

ছাত্রলীগের আরেক সহসভাপতি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'নিয়মিত কাউন্সিল না করে বয়সসীমা নির্দিষ্ট রাখায় ছাত্রলীগ অভিজ্ঞ নেতাদের হারাচ্ছে। বয়সসীমা এখন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব থেকে কাউকে বাদ দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ছাত্রলীগের নেতৃত্বের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ফলে সে সময় ছাত্রলীগের জনপ্রিয় নেতা মারুফা আক্তার পপি, সাইফুজ্জামান শিখর, রফিক কোতোয়ালসহ বেশ কয়েকজন নেতৃত্ববঞ্চিত হন। দেশব্যাপী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছে প্রায় অপরিচিত দুজনকে তখন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হয়। পরে ২০১১ সালে সর্বশেষ গঠিত কমিটিতে বয়সের ফেরে বাদ পড়েন খায়রুল হাসান জুয়েল, আশরাফুর রহমান, সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশাসহ আরো অনেকে। এ কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ছাত্রলীগের পেছনের সারির দুই নেতা।

সাবেক ও বর্তমান নেতাদের তিন প্রস্তাব : বয়সসীমা নিয়ে জটিলতা দূর করতে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান কয়েক নেতা কালের কণ্ঠের কাছে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। প্রথম প্রস্তাবটি হলো গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দুই বছর পর পর ছাত্রলীগের সম্মেলন নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে দুই বছর পর পর সম্মেলনের একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা। বিশেষ প্রয়োজনে এ তারিখের কিছুটা আগপিছ করা যেতে

পারে। কিন্তু
বেশি নয়।
অভ্যুত্থান ও
উত্তাল সময়
হয়েছে। দ্বি
নিয়মিত কাউ
মনে করলে
তৃতীয় প্রস্তাবে
ক্ষেত্রে কমিটি
হবে সেদিন প
জানতে চাই
সাধারণ সম্পা
উপপ্রচার স
উকিল কাে
'ছাত্ররাজনীতি
কারখানা।
কাউন্সিলের
শক্তিশালী করা
ছাত্রলীগের
সম্পাদক নাম
বলেন, 'নিয়মি
একটি তারিখ
প্রতি দুই বছ
কাউন্সিল হতে
গণনায় কমিটি
হবে সেদিন
হোক। এটি
মনঃকষ্ট নিয়ে
রাহাত সমর্থক
শামসুল কবির
নেতৃত্বের প্রতি
রাখতে আড়াই
হাতে রেখে কা
করা হয়েছে বলে
তাঁর [illegible]রীর
প্রতিযোগিতায়
বিষয়টি বিশেষ
সংগঠনের নীতি